**মিডিয়া রিলিজ**

**স্বল্পোন্নত দেশসমূহের পরিবেশবান্ধব উন্নয়নে উন্নয়ন অংশীদারদের আরও শক্তিশালী ভূমিকা পালনের আহবান**

**ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর ২০২২:** স্বল্পোন্নত দেশসমূহের পরিবেশবান্ধব উন্নয়নে ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত উদ্যোগসমূহে উন্নয়ন অংশীদারদের আরও শক্তিশালী ও সহায়ক ভূমিকা পালন করা উচিত-- আজ রাজধানীর এনইসি সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক কর্মশালায় সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা এই কথা বলেছেন।

এই প্রেক্ষাপটে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতির সম্মুখীন দেশসমূহকে প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ সহায়তা প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি উন্নত দেশসমূহ প্রদান করেছিল তা পূরণের উপর কর্মশালায় জোর দেয়া হয়।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অধীন সাপোর্ট টু সাস্টেইনেবল গ্র্যাজুয়েশন প্রকল্প (এসএসজিপি) ‘UNCTAD LDC Report 2022: Implications for Bangladesh’ শীর্ষক উক্ত কর্মশালার আয়োজন করে।

কর্মশালার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক মিজ গুয়েইন লুইস। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ইআরডি সচিব মিজ শরিফা খান।

উল্লেখ্য যে জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা UNCTAD (আঙ্কটাড) প্রতিবছর বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশসমূহের উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ নিয়ে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে থাকে।

গত ৩রা নভেম্বর ২০২২ তারিখ প্রকাশিত আঙ্কটাডের এই বছরের প্রতিবেদনের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু ছিল ‘The low-carbon transition and its daunting implications for structural transformation’.

প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে যদিও বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের কোন ভূমিকা নেই বললেই চলে-- তা সত্ত্বেও স্বল্পোন্নত দেশসমূহ ব্যাপকভাবে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ও ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে যদিও স্বল্পোন্নত দেশসমূহ তাদের কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ ব্যাপকভাবে হ্রাস করবার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে— এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত সহযোগিতা যেমন জলবায়ু অর্থায়ন বা প্রযুক্তিগত সহায়তার পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল।

এমতাবস্থায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উক্ত প্রতিবেদনের তাৎপর্য পর্যালোচনার লক্ষে উপরোল্লিখিত কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালায় বক্তব্য প্রদানকালে মাননীয় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম বলেন যে উন্নয়ন অংশীদারগণ জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও প্রশমন উভয় খাতেই সমান সমান গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। তিনি বাংলাদেশ তথা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত উদ্যোগসমূহে আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সক্রিয় অংশগ্রহণের আহবান জানান।

ইআরডি সচিব মিজ শরিফা খান তাঁর উপস্থাপনায় অপর্যাপ্ত এবং জটিল জলবায়ু অর্থায়ন প্রক্রিয়াকে বাংলাদেশের পরিবেশ বান্ধব উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা হিসেবে উল্লেখ করেন।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে উন্নয়ন সহযোগীরা জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (Climate Change Mitigation) সংক্রান্ত খাতের তুলনায় জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন (Climate Change Mitigation) সংক্রান্ত খাতে অর্থায়নে বেশী আগ্রহী।

বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক মিজ গুয়েইন লিউইস তাঁর বক্তব্যে বলেন যে যদিও কার্বন নিঃসরণ হ্রাস বাংলাদেশের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য কঠিন--- তা সত্ত্বেও স্বল্পোন্নত দেশসমূহ কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে পারে।

পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, পলিসি রিসার্চ ইন্সিটিউট-এর নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর, আঙ্কটাডের এলডিসি সেকশনের প্রধান ড. রলফ ট্রেগার এবং বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির পরিচালক জনাব আসিফ আশরাফ কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন।

কর্মশালায় বক্তাগণ জলবায়ু তহবিল হতে অর্থায়ন প্রাপ্তির প্রক্রিয়া আরও সহজতর করার আহবান জানান। একই সঙ্গে তাঁরা জলবায়ু পরিবর্তন সংক্তান্ত প্রযুক্তি আরও সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য করার আহবান জানান।

কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইআরডি-এর অতিরিক্ত সচিব ও এসএসজিপি-এর প্রকল্প পরিচালক জনাব ফরিদ আজিজ।

সরকারি ও বেসরকারি খাতের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

**End**

*For further information, please contact: Mehdi Musharraf Bhuiyan, Communication Specialist, SSGP, ERD via e-mail:* *mehdi.ldcgraduation@gmail.com* *or mob- 88 01715111313*